সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

বক্তৃতা #১ — সখরিয় ১:১–৬

ভূমিকা: তোমরা আমার প্রতি ফির, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব

এই ধারাবাহিক বক্তৃতা সখরিয়ের দর্শনসমূহ নিয়ে। এই দর্শনসমূহ সখরিয়ের ভাববাণীতে পাওয়া যায়, অধ্যায় ১ থেকে ৬ পর্যন্ত। আমাদের আজকের প্রথম বক্তৃতার শিরোনাম "তোমরা আমার প্রতি ফির, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব", যা সখরিয় ১ অধ্যায়, ১ থেকে ৬ পদের উপর ভিত্তি করে।

সম্প্রতি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাইবেল থেকে প্রচার করার জন্য আমার প্রিয় পুস্তক কোনটি। আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে সখরিয়ের ভাববাণী। কেন এমন হবে? সখরিয় বাইবেলের একটি সুপরিচিত পুস্তক নয়। এতে কিছু অংশ রয়েছে যা ব্যাখ্যা করা কঠিন। এতে রয়েছে অদ্ভুত সব দর্শন। তবে, এই পুস্তকে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা স্পষ্ট এবং সহজেই বোধগম্য। এছাড়াও, সখরিয়ের এই ভাববাণী খ্রীষ্টকে নিয়ে পূর্ণ। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জন্য খ্রীষ্টের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই - তাঁকে জানা, তাঁর উপর বিশ্বাস করা এবং তাঁকে ভালোবাসাই হল পরিত্রান লাভের উপায়। এবং একবার আমরা পরিত্রাণ পেয়ে গেলে, এটিই আমাদের জীবনের আবেগ হয়ে ওঠে।

আমাদের সমস্ত প্রচারে, পালকেরা বিশেষভাবে খ্রীষ্টের প্রচার করেন। বাইবেলে উভয়েই পুরাতন নিয়মে এবং সাথে নতুন নিয়মে সমস্ত কিছু তাঁর বিষয়। পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রস্তুতি নেয়। আদিপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় থেকে, আসন্ন মশীহের ভাববাণী রয়েছে। যাজকবর্গ, সমাগম-তাম্বু, উৎসর্গিত বলি ছিল এই আসন্ন পরিত্রাতার প্রতীক। সুসমাচারগুলি আমাদের তাঁর প্রকৃত আগমন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কথা বলে। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে তাঁর মন্ডলীর বৃদ্ধি এবং বিস্তারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পত্রগুলি কে খ্রীষ্ট এবং তাঁর পাপার্থক প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যুর প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করে। এবং তারপর প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি ভবিষ্যৎ এবং খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের বিষয় বর্ণনা করে।

সখরিয়ের ভাববাণী পুরাতন নিয়মের বিধানের শেষের দিকে পাওয়া যায়। এটি পুরাতন নিয়মের শেষ দ্বিতীয় পুস্তক এবং মশীহের আগমনের প্রতীক্ষা করছে। ঈশ্বরের লোকেদের জন্য এটি ছিল এক অন্ধকার ও কঠিন সময়। তারা আত্মিকভাবে খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল। সখরিয়ের দর্শন ও বাক্য ঈশ্বরের লোকদের এই অন্ধকার সময়ের মধ্য দিয়ে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। ঈশ্বর, সখরিয়ের মাধ্যমে, ভবিষ্যতের একটি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন, যা কেবল দুই হাজার পাঁচশ বছর আগে ইহুদিদের কাছেই নয়, আজকের আমাদের কাছেও মূল্যবান। এই পুস্তকটি ইহুদিদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে আহ্বান জানায়, এবং ঈশ্বর তাদের কাছে ফিরে আসবেন। এটি ঘোষণা করে যে ঈশ্বর সর্বকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি জাতিগুলিকে শাসন করছেন এবং তাঁর মন্ডলীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও উৎসাহব্যঞ্জক। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে আমাদের আটটি চমৎকার দর্শন দেওয়া হয়েছে। এই ধারাবাহিক বক্তৃতায় আমি আপনাদের সাথে এই দর্শনগুলি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমার বিশ্বাস এগুলি যেমন আমার জন্য, তেমন আপনার জন্যও, এক বিরাট উৎসাহ এবং আশীর্বাদ হবে। এই বক্তৃতাটি তাহলে এই দর্শনগুলির একটি ভূমিকা হবে।

এই বইটি যিনি লিখেছেন, তাঁর নামটিই তাৎপর্যপূর্ণ। "সখরিয়" নামের অর্থ "যিহোবা স্মরণে রাখেন।" এটি অসাধারণ। আমরা ভাবতে প্রলুব্ধ হই যে ঈশ্বর অনেক দূরে। আমরা মাঝে মাঝে অনুভব করি যে তিনি আমাদের ভুলে গেছেন। আমাদের অবিশ্বাসের কারণে, আমরা দেখতে পাই না যে তিনি সক্রিয়ভাবে তাঁর মণ্ডলীকে উদ্ধার করছেন। কিছু কিছু জায়গায় ঈশ্বরের কার্যকারণ খুবই হালকা। আমরা হয়তো প্রায় অনুভব করি যে ঈশ্বর ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু না! ভাববাদীর নামটি ভাবুন— "চুক্তি রক্ষাকারী ঈশ্বর যিহোবা স্মরণে রাখেন।" সে কীভাবে

ভুলতে পারেন? তিনি এমন ঈশ্বর যিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি তাঁর লোকেদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন এবং তাদের রক্ষা করতে এবং আশীর্বাদ করতে বাধ্য। যিশাইয় ৪৯:১৫ বলা হয়েছে – "স্ত্রীলোক কি আপন স্তন্যপায়ী শিশুকে ভুলিয়া যাইতে পারে? আপন গর্ভজাত বালকের প্রতি কি স্নেহ করিবে না?" বরং তাহারা ভুলিয়া যাইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব না। "যিনি ইস্রায়েলের রক্ষক, তিনি ঢুলিয়া পড়েন না, নিদ্রা যান না" (গীতসংহিতা ১২১:৪)। তাঁর পরিকল্পনা আছে, এবং সে তা বাস্তবায়ন করছেন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মের সময়ে, পরিত্রাণের শুধু একটিই উপায় রয়েছে। কেবলমাত্র ঈশ্বরের মেষশাবক খ্রীষ্টের বলিদানের মাধ্যমেই যে কোনও পাপীকে উদ্ধার করা যেতে পারে অথবা কখনও উদ্ধার করা যেতে পারতো। অনুগ্রহের একটি মাত্র চুক্তি আছে এবং যদিও পুরাতন নিয়মে সেই চুক্তির পরিচালন প্রক্রিয়া কিছুটা ভিন্ন ছিল, তবুও মূলত, পাপীরা একইভাবে পরিত্রাণ পায়। অনুগ্রহের চুক্তির একটি শর্ত হল বিশ্বাস। মানুষকে অনুতপ্ত হতে এবং সুসমাচারে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের সময়েও পুরুষ ও নারীদের নতুন করে জন্ম নেওয়ার প্রয়োজন ছিল ঠিক যেমন নতুন নিয়মের সময়ে ছিল। ব্যবস্থা পালনে বা আচার অনুষ্ঠান করে কেউ পরিত্রান পায়নি। পৌল রোমীয় খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের রোমীয় ৩, ২০ পদে বলেন, "যেহেতু ব্যবস্থার কার্য দ্বারা কোন প্রাণী তাঁহার সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হইবে না, কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে।" ব্যবস্থা কেবল আমাদের পাপ দেখাতে পারে এবং আমাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। এই অর্থে, আমাদের স্কুল শিক্ষকই আমাদের মতন দোষী পাপীদের জন্য একমাত্র আশা হিসেবে খ্রীষ্টের দিকে পরিচালিত করছেন—গালাতীয় ৩, ২৪ পদ। পুরাতন নিয়মে এবং নতুন নিয়মে ঈশ্বরের মন্ডলী একই, মনোনীত পাপীদের দ্বারা গঠিত যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করেছে। স্তিফান আমাদের এই কথা মনে করিয়ে দেন যখন তিনি মিশর থেকে প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রা করা ঈশ্বরের লোকেদের "প্রান্তরে মণ্ডলী" হিসেবে নামকরণ করেন - প্রেরিত ৭, ৩৮ পদ।

সখরিয়ের দিনটি আমাদের দিনের মতোই ছিল। ঈশ্বরের লোকেদের জন্য এটি হতাশাজনক সময় ছিল। মন্ডলী খুবই দুর্বল এবং বিষণ্ন অবস্থায় ছিল। যিহূদা ৭০ বছর ধরে ব্যাবিলনে বন্দী ছিল কিন্তু ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, মাদীয় ও পারস্যেদের নেতা কোরস বাবিল জয় করেন। পরের বছর, নতুন রাজা হিসেবে, তিনি আদেশ জারি করেন যে ইহুদিরা তাদের নিজস্ব ভূমিতে ফিরে যেতে পারে এবং পুনরায় মন্দির নির্মাণ করতে পারে। অনেকেই সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং তারা যেখানে ছিল সেখানেই আরামে বসতি স্থাপন করেছিল, যার ফলে তুলনামূলকভাবে খুব কম সংখ্যকই আসলে ফিরে এসেছিল। খুব শীঘ্রই জেরুশালেমে প্রভুর বেদী পুনরায় স্থাপন করা হয় এবং ঈশ্বরের জনসাধারণের উপাসনা পুনরায় শুরু হয়। তারা মন্দির পুনর্নির্মাণ শুরু করেছিল, কিন্তু এটি ছিল একটি বিশাল কাজ। তাদের সংখ্যা ছিল কম, এবং তাদের সম্পদও ছিল কম। তারা তাদের আশেপাশের লোকদের, বিশেষ করে শমরীয়দের, বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিল। ইহুদিরা শীঘ্রই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং মন্দির নির্মাণের কাজ ছেড়ে দেয়। তারা নিজেদের বাড়ি তৈরি ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং নিজস্ব জমির উন্নয়নে বেশি আগ্রহী হয়ে পরে।

কুড়ি বছর পর, রাজা দারিয়াবসের দ্বিতীয়বর্ষের রাজত্বকালে ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিনে খ্রিস্টপূর্ব ২১৯ সালে, ঈশ্বর ভাববাদী হগয়ের মাধ্যমে তাদের সাথে কথা বলেন। ঈশ্বর ভাববাদী হগয়ের মাধ্যমে তাদের সম্বোধন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এই লোকেরা বলিতেছে, সময়, সদাপ্রভুর গৃহ নির্মাণের সময়, উপস্থিত হয় নাই" —হগয় ১ অধ্যায়, ২ পদ। আমরা কতবারই না গড়িমসি করি! আমরা জানি আমাদের কী করা উচিত, কিন্তু আমরা বলি, "এখনই নয়।" আমরা বলি, "যখন আমার আরও সময় হবে তখন আমি পরে করব।" ঈশ্বর ৪ পদে শক্তিশালী বাক্যের মাধ্যমে ইহুদি মন্ডলীকে প্রত্যাঘাতমূলক আহ্বান করেছেন, "এই কি তোমাদের আপন আপন ছাদ আঁটা গৃহে বাস করিবার সময়? এই গৃহ ত উৎসন্ন রহিয়াছে"—হগয় অধ্যায় ১, পদ ৪। তারা সুসজ্জিত, শোভাময় ঘরে বাস করছিল, অথচ প্রভুর মন্দির ছিল পাথরের স্তূপ। ঈশ্বর তাদেরকে আহ্বান জানালেন, "তোমরা আপন আপন পথ আলোচনা কর। তোমরা অনেক বীজ বপন করিয়াও অল্প সঞ্চয় করিতেছ, আহার করিয়াও তৃপ্ত হইতেছ না, পান করিয়াও আপ্যায়িত হইতেছ না, পরিচ্ছদ পরিয়াও উষ্ণ হইতেছ না, এবং বেতনজীবী লোক ছেঁড়া থলিতে বেতন রাখে" ৫ এবং ৬ পদ। এগুলো খুবই শক্তিশালী কথা। ইহুদিরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ উপভোগ করছিল না। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে, তাদের ফসল কম ছিল। তারা যখন অর্থ উপার্জন করত এবং তা তাদের থলিতে রাখত, তখন মনে হতো যেন সেই থলির নিচে একটি ছিদ্র আছে। অর্থ হঠাৎ উধাও হয়ে যাচ্ছিলো, এবং তারা যতই পরিশ্রম করুক না কেন, তারা ধনী হওয়ার পরিবর্তে, বরং আরও দরিদ্র হয়ে পড়ছিলো। সৌভাগ্যক্রমে তারা প্রভুর বাক্য শুনেছিল, এবং সেই মাসের ২৪তম দিনে, অর্থাৎ ষষ্ঠ মাসে, তারা পুনরায় ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ শুরু করেছিল।

দুই মাস পরে, সখরিয়র কাছে প্রভুর বাক্য এলো। হগয়ের মতোই, তাকেও ঈশ্বরের গৃহ, মন্দির নির্মাণে উৎসাহ দেওয়ার একটি পরিচর্যা দেওয়া হয়েছিল। মন্দিরটি নির্মাণ করতে আরও চার বছর সময় লেগেছিল। হগয় এবং সখরিয়ের সময়ে তাদের আর্থিক সম্পদ শলোমনের তুলনায় খুবই সীমিত ছিল। তারা সংখ্যায় কম ছিল। তাদের জন্য নিরুৎসাহিত হওয়া সহজ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর হগয়ের মাধ্যমে তাদের বললেন, "সোনা আমার ও রুপোও আমার, ভবনের বর্তমানের শোভা অতীতের শোভার চেয়ে মহান হবে।' সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু এই কথা বলেন। 'আর এখানেই আমি শান্তি প্রদান করব,' সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু এই কথা ঘোষণা করেন"—হগয় ২, পদ ৮ এবং ৯। "দ্বিতীয় মন্দিরের মহিমা প্রথমটির চেয়ে বেশি হবে, কারণ সকল জাতির আকাঙ্ক্ষা," হগয় ২:৭, মশীহ, আসবেন এবং এই মন্দিরে প্রচার করবেন এবং তাঁর মহিমায় এটি পূর্ণ করবেন।

এখন সখরিয় উৎসাহের এই পরিচর্যায় হগয়ের সাথে যোগ দেন, কিন্তু তিনি আরও এগিয়ে যান। তাকে এমন দর্শন দেওয়া হয় যা আরও অনেক কিছু প্রকাশ করে। কেবল ৫১৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ইহুদিদের উদ্দেশ্যেই নয়, আজকের আমাদের উদ্দেশ্যেও তাঁর অনেক কিছু বলার আছে। এই দর্শনগুলি অধ্যয়ন করলে আমরা আশাবাদী খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হয়ে উঠব যারা আমাদের দিনে প্রভুর জন্য পরিশ্রম করব, বিশ্বজুড়ে সুসমাচারের প্রসার, ইহুদিদের খ্রীষ্টে পরিবর্তন এবং এর পরে, মৃতদের মধ্য থেকে প্রতিশ্রুত জীবনের অ-ইহুদি মণ্ডলীতে আগমনের সন্ধান করব - যার কথা পৌল রোমীয় ১১:১৫ পদে বলেছেন। এটা কেবল সাধারণ মানুষের কাজ হবে না। ঈশ্বর এটি করবেন। আত্মিক মন্দির, নতুন জেরুশালেম, নির্মিত হবে, "পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন"—সখরিয় ৪, পদ ৬। খ্রীষ্ট লৌহদণ্ড দিয়ে জাতিগণকে রাজত্ব করবেন, এবং সকলেই তাঁর সামনে মাথা নত করবে: "সমুদয় রাজা তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবেন; সমুদয় জাতি তাঁহার দাস হইবে "—গীতসংহিতা ৭২, ১১ পদ। তাহলে, আসুন এখন আমরা দর্শনের ভূমিকা এবং প্রকৃতপক্ষে, এই পুরো পুস্তকটির ভূমিকা আলোচনা করি।

১ পদে ঈশ্বর বলেন: "দারিয়াবসের দ্বিতীয় বৎসরের অষ্টম মাসে সদাপ্রভুর এই বাক্য ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র সখরিয় ভাববাদীর নিকটে উপস্থিত হইল।" এখানে ১ পদে, আমাদের "সখরিয়ের কাছে প্রভুর বাক্য" আসার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো, সখরিয়ের পুস্তকে আমাদের যা আছে তা কেবল একজন সাধারণ ভাববাদীর স্বপ্ন, কল্পনা এবং প্রতিচ্ছবি নয়। এটা ঐশ্বরিক প্রকাশ। আজকাল অনেকেই, এমনকি মন্ডলীর নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও, বাইবেলকে কেবল একটি মানবিক পণ্য হিসেবে মনে করেন। না, যেমনটি আমরা ১ পদে দেখতে পাই, এটি "প্রভুর বাক্য" যা সখরিয়ের কাছে এসেছিল। পিতর আমাদের বলেন, "কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন"—২ পিতর ১, ২১ পদ। এই ভাববাদীরা ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, যাতে তারা যা লিখেছিলেন তা হল ঈশ্বরের প্রকৃত বাক্য। এটি উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সকল ধর্মই মানুষের প্রতিচ্ছবি মাত্র। তারা কল্পনা করে ঈশ্বর কেমন এবং ঈশ্বর কী চান। তবে, বাইবেলে, সত্য ঈশ্বর সত্যিই কথা বলেন।

পৌল বাইবেলে আমাদের যা আছে তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন: "ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিভূত হয়" ২ তীমথিয় ৩, ১৬ এবং ১৭। "নিশ্বসিত" এর অর্থ হল সমস্ত শাস্ত্রলিপি আক্ষরিক অর্থেই ঈশ্বর-নিঃশ্বাসিত। *থিওপনিউস্টোস,* যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা ঠিক সেটাই—এটি ঈশ্বরের শ্বাস থেকে নির্গত শাস্ত্র। আমাদের এখানে যা আছে তা সখরিয়ের চিন্তাভাবনা নয়, বরং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা একটি বার্তা। এটি ৫১৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জেরুশালেমের লোকেদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, কিন্তু এটি আজ আমাদেরকেও বলা হয়। এটি আমাদের জন্য একটি ঐশ্বরিক প্রকাশ। তদতিরিক্ত, এর সমস্তকিছুই আমাদের জন্য লাভজনক। এটি আমাদের শিক্ষা দেয়, তিরস্কার করে, সংশোধন করে এবং নির্দেশ দেয়। যীশু প্রায়শই বলতেন, "যাহার শুনিতে কান থাকে সে শুনুক।" যীশুর জন্য, "এটা লেখা আছে"—উদাহরণস্বরূপ, মথি ৪:৪ পদে— "ঈশ্বর বললেন," এর সমতুল্য ছিল, এবং ঈশ্বরের সমস্ত কর্তৃত্ব নিয়ে এসেছিলেন, এবং তাই চূড়ান্ত ছিল। খ্রীষ্ট শাস্ত্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং আমাদেরও তাই করা উচিত। যীশু যোহন ১০:৩৬ পদে জোর দিয়ে বলেছেন, "শাস্ত্রের খণ্ডন ত হইতে পারে না।" এটি চিরকাল স্থায়ী থাকবে। বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য, এবং এটি অচ্যুত ও নির্ভুল।

আসলে, ঈশ্বর আজও আমাদের সাথে কথা বলেন, কিন্তু তিনি তা শাস্ত্রের মাধ্যমে করেন। তাঁর আত্মা আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করেন। তিনি আমাদের মনে সত্যকে গেঁথে দেন। আমাদের পরিত্রাণের জন্য যা কিছু জানা দরকার তা বাইবেলে রয়েছে। এটি আমাদের কাছে ঘোষণা করে, যেমন ওয়েস্টমিনস্টার সংক্ষিপ্ত ক্যাটেকিজম প্রশ্নের উত্তরে বলেছে #৩: "ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষের কী বিশ্বাস করা উচিত, এবং ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে কী কর্তব্য চান।" আমাদের বাইবেলের প্রতি ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মানের সাথে আচরণ করতে হবে। এটি আমাদেরকে আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে, যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করতে এবং ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে বাঁচতে আহ্বান জানায়, যা অবিশ্বাসে অবিচল থাকা সকলের উপর করুণা ছাড়াই নেমে আসবে। আমাদের অবশ্যই বাধ্য হতে হবে এবং আসন্ন ক্রোধ থেকে বাঁচতে, একমাত্র ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে যেতে হবে। এছাড়াও, সুসমাচারের বিশ্বস্ত প্রচারের ক্ষেত্রে, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যীশু তাঁর অনুসারীদের কী বলেছিলেন, "যে তোমাদিগকে মানে, সে আমাকেই মানে; এবং যে তোমাদিগকে অগ্রাহ্য করে, সে আমাকেই অগ্রাহ্য করে; আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন" —লূক ১০, পদ ১৬। আজ যখন প্রচারক প্রভুর বাক্য প্রচার করেন, তখন তা এমনভাবে শুনতে হবে যেন এটি স্বয়ং ঈশ্বরই বলেছেন। অতএব সর্বপ্রথম, ১ পদে, আমরা লক্ষ্য করি যে স্বর্গের ঈশ্বর কথা বলছেন এবং আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

পদ ২, ঈশ্বর তোমাদের পূর্বপুরুষদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন "সদাপ্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন।" সুতরাং ২ পদে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। এটি সত্যিই স্পষ্ট ছিল। সর্বত্র, ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির পুড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ। জেরুসালেমের দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাঁর প্রাসাদগুলি আগুনে পুড়ে গেছে। তাঁর মন্দির ধ্বংসস্তূপে। দেশটা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। কাঁটা আর কাঁটাঝোপ গ্রাস করেছে।"

প্রাচীন ভাববাদীরা সতর্ক করেছিলেন যে যদি জনগণ অনুতাপ না করে, তবে আসন্ন বিচার আসবে। কিন্তু তাদের উপেক্ষা করা হয়েছিল। তবে, তাদের কথাগুলো খালি হুমকি ছিল না। যিরমিয় ইহুদিদের বলেছিলেন যে তারা সত্তর বছর ব্যাবিলনে কাটাবে, এবং তার কথা পূর্ণ হয়েছিল। ঈশ্বর মূর্তিপূজা, অপরাধ, বিশ্রামবার লঙ্ঘন এবং নিপীড়ন দেখেছিলেন। তিনি একজন পবিত্র ঈশ্বর, এবং তিনি পাপকে ঘৃণা করেন। তিনি চান তাঁর লোকেরা পবিত্র হোক, তাঁকে ভালোবাসুক এবং তাঁর বাধ্য থাকুক। তারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে দেখায় যে তারা তাঁকে সত্যিই ভালোবাসে। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার অভাবের ফলেই অবাধ্যতা হয়।

আজও একই অবস্থা। মন্ডলী এত দুর্বল যে আমরা দুঃখিত। এখানে ব্রিটেনে, বিগত বছরের তুলনায়, খুব কম মানুষই মণ্ডলীতে যায়। অনেক বড় বড় মন্ডলী ভবন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অন্যগুলি গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিছু স্থান পাবলিক হাউস এবং নাইট ক্লাবে পরিবর্তন হয়েছে। কিছু স্থান ফ্ল্যাটে রূপান্তরিত হয়েছে। বেশিদিন আগের কথা নয়, তখন বেশিরভাগ মানুষ মণ্ডলীতে যেত। অতীতে খ্রীষ্ট বিশ্বাস সমাজে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ছিল, কিন্তু আজ দুঃখের বিষয় হল, এটিকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। ঈশ্বরের মন্ডলী পরিত্যক্ত। শুধুমাত্র যে মন্ডলীগুলি জাগতিক সঙ্গীত এবং বিনোদন প্রদান করে, সেগুলোই বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। জগৎ এই মণ্ডলীগুলি আক্রমণ করেছে এবং তাদের দখলে নিয়েছে। এই উপাসনা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য নয়, বরং মানুষের আনন্দের জন্য। ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলীগুলি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। বাক্য প্রচারের কোন শক্তি নেই। খুব কম মানুষই সত্য অর্থে নতুন করে জন্ম হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ঈশ্বর মণ্ডলীকে পরিত্যাগ করেছেন। এটিকে মৃত্যুর জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। এটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আপনি কি এটি অনুভব করছেন? মন্ডলীর নিম্নমানের অবস্থা নিয়ে আপনি কি চিন্তিত? এটি কি আপনার জন্য বোঝা? আপনি কি মন্ডলীর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত?

৩ পদ, আমার দিকে ফির— "তোমরা আমার প্রতি ফির, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।" এখানে ৩ পদে, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি মহান আহ্বান পেয়েছি, "তোমরা আমার প্রতি ফির, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।" মূলত, ঈশ্বর ইহুদিদের বলছেন যে তারা ভুল পথে আছে। তারা হারানো মেষের মতো। তারা ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অবস্থায় রয়েছে। তারা পথভ্রষ্ট মেষের মতো, যারা প্রত্যেকে নিজের পথে ফিরে যাচ্ছে। ঈশ্বরের পরিবর্তে তারা নিজেদের সন্তুষ্ট করে। তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। দুঃখের বিষয়, সেই সময়ও ইহুদিদের মধ্যে এই সমস্যাটি অব্যাহত ছিল। পুরাতন নিয়মের শেষ পুস্তক, মালাখির ভাববাণীতেও ঠিক একই বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে, যা প্রায় সত্তর বছর পরে লেখা হয়েছিল, ৩ অধ্যায়ের ৭ পদে মালাখি বলেন, "আমার কাছে ফিরিয়া আইস, আমিও তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।" সুতরাং, এটি একই বার্তা।

আর এটা কি আজকের দিনে আমাদের জন্যও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বার্তা নয়? আমাদের দেশ থেকে এবং এমনকি আমাদের মন্ডলীগুলি থেকেও ঈশ্বরের প্রতি ভয় যেন হারিয়ে গেছে। ঈশ্বরের প্রতি কোনো ভক্তি নেই। তার প্রতি ভালোবাসাও কম। আমরা ঈশ্বরের প্রেমিকের পরিবর্তে ভোগ-বিলাসের প্রেমিক হয়ে গেছি। আমরা আমাদের চাকরি, পরিবার, ঘরবাড়ি, বন্ধুবান্ধব এবং বিনোদন নিয়েই অনেক বেশি ব্যস্ত। ঈশ্বর আমাদের হৃদয় এবং জীবনের কেন্দ্রে নেই। চারপাশে প্রচুর পরিমাণে ভণ্ডামি রয়েছে। আমরা আমাদের ঠোঁট দিয়ে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই, অথচ আমাদের হৃদয় তাঁর থেকে দূরে থাকে। আমরা বলি যে আমরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসী, কিন্তু আমরা যতটা আন্তরিক এবং সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত, ততটা নই। আমরা ভালো, সত্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হওয়ার ভান করি, কিন্তু সবকিছু খুবই উপর-উপর। আমরা ভুলে যাই যে ঈশ্বরের দৃষ্টি আমাদের উপর রয়েছে। ঈশ্বর বাহ্যিক চেহারা দেখে বিচার করেন না। তিনি আমাদের হৃদয় দেখেন। তিনি আমাদের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে অবগত। তিনি আমাদের ভিতরের পচন দেখেন।

সুতরাং এখানে, এটি হলো একটি অনুতাপের আহ্বান। ইহুদিদের প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হয়েছিল। আমাদেরও ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে হবে। আপনার হৃদয় অনুসন্ধান করুন। আপনার পথ বিবেচনা করুন। ঈশ্বরের বাক্যের আলোতে নিজেকে মূল্যায়ন করুন। ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও তার অনুসন্ধানমূলক দাবির দ্বারা নিজেকে পরীক্ষা করুন। কালভেরী এবং আমাদের পাপের জন্য খ্রীষ্ট যে কষ্ট ভোগ করেছিলেন তার কথা ভাবুন। খ্রীষ্টের অপূর্ব প্রেম দেখুন। মনে রাখবেন যে আপনার পাপই খ্রীষ্টকে গাছে পেরেক দিয়ে ঝুলিয়েছিল। পাপ কত ভয়াবহ!

ঈশ্বর বলেন, আমার প্রতি ফির। আপনার পাপের জন্য অনুতপ্ত হোন। আপনার পাপকে ঘৃণা করুন। দুঃখে সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। ঈশ্বরের সেবা করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে শোক করুন। খ্রীষ্টের প্রেম আপনাকে নতুন আনুগত্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করুক। খ্রীষ্টকে আপনার প্রভু হিসেবে গ্রহণ করুন। আপনার অনুতাপের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করুন। তাঁর অনুগ্রহের সাহায্য প্রার্থনা করুন। কিছু মানুষ মনে করেন যে মন ফেরানো এমন একটি জিনিস যা তারা কেবল তখনই করেন যখন তারা তাদের খ্রীষ্টীয় জীবনের শুরুতে পরিবর্তন হয়। আসলে, মন ফেরানো এমন একটি কাজ যা আমাদের প্রতিদিন করা উচিত। প্রতিদিন আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং নতুন করে যীশুতে বিশ্বাস করতে হবে।

৩ পদের কথায় আমাদের এখানে আছে, একটি প্রতিশ্রুতি— "তোমরা আমার প্রতি ফির, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।" সুতরাং এখানে, ৩ পদে , একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, "তোমরা আমার প্রতি ফির, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব।" এটি একটি মহান প্রতিশ্রুতি। আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং আশীর্বাদ চাই, তাই নয় কি? কেন বন্দিত্ব হয়েছিল? কারণ ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর যখন ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সফলভাবে যুদ্ধ করতে অক্ষম ছিল। চুল ছাড়া শিম্‌শোন যেমন, তেমনি তারাও দুর্বল ছিলেন অন্যান্য মানুষদের মতো। যখন ঈশ্বর তাদের সাথে ছিলেন, তখন কেউ এক হাজারকে তাড়া করতে পারত এবং দুজন দশ হাজারকে তাড়াতে পারত—দ্বিতীয় বিবরণ ৩২, ৩০ পদ।

এখন, তারা যিহূদাতে ফিরে এসেছে। ঈশ্বর তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের আবার তাদের নিজস্ব ভূমিতে ফিরে যেতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে তারা বন্দিত্বের শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিয়েছেন কিন্তু তারা তাঁর শাসনের লাঠি উপেক্ষা করেছে। এটি ঠিক যে তারা আর বাল দেবতার আরাধনা করে না। তারা তাদের দৈহিক মূর্তি ত্যাগ করেছে কিন্তু তারা তাদের পরিবার, ঘরবাড়ি, জমি এবং অর্থকে নিজেদের জন্য দেবতা তৈরি করেছে। ঈশ্বরের উপর মনোযোগ দেওয়ার, তাঁর সেবা করার এবং তাঁর মন্দির নির্মাণের পরিবর্তে, তারা তাদের নিজস্ব ঘরবাড়ি, খামার, ব্যবসা এবং আনন্দ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তারা অর্থ উপার্জন করছিলো ছিদ্রযুক্ত থলিতে রাখার জন্য। তারা যত দ্রুত টাকা আয় করছিল, তত দ্রুত টাকা উধাও হয়ে যাচ্ছিল। তাদের পরিশ্রমে কোন আশীর্বাদ নেই।

আরও, তাদের শত্রুরা চারদিকে তাদের হুমকি দিচ্ছে। যখন ঈশ্বর ইস্রায়েলের সাথে ছিলেন, মিশরীয়রা তাদের দাসত্বে আটকে রাখতে পারলো না। তাদের বিরুদ্ধে আসা মিশরের সেনাবাহিনী লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল। ঈশ্বর যখন তাদের সাথে ছিলেন, তখন জেরিকোর প্রাচীর তাদের সামনে ভেঙে পড়েছিল। তাদের শুধু সাত দিন শহরের চারপাশে ঘুরতে, তূরী বাজাতে এবং চিৎকার করতে হয়েছিল। ঈশ্বরের সাহায্যে, তরুণ দাউদ কেবল একটি ফিঙ্গা এবং একটি পাথরের সাহায্যে শক্তিশালী দৈত্যাকার গলিয়াতকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন।

আজ মন্ডলী দুর্বল এবং অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠেছে। এটির কোন এর কোনো শক্তি নেই। এতে প্রকৃত পরিবর্তিতদেড় সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এখানে একটা দারুন প্রতিশ্রুতি আছে। আমার প্রতি ফির, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব। ঈশ্বর ফিরে আসবেন। যদি আমরা অনুতপ্ত হই, তাহলে আমরা অনেক আশীর্বাদপ্রাপ্ত হব। ঈশ্বর ফিরে আসলে পরিস্থিতি কত ভিন্ন হত! এটা নিজের চোখে দেখার চেষ্টা করুন। তাকে প্রমাণ করুন, দেখবেন সে কীভাবে তার প্রতিশ্রুতি রাখেন।

তোমাদের পূর্বপুরুষদের মতো হোয়ো না, ৪ পদ— "তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের সদৃশ হইও না, তাহাদিগকে পূর্বকালীন ভাববাদীগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিত, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন,তোমরা আপন আপন কুপথ হইতে ও আপন আপন কুকার্য হইতে ফির; কিন্তু তাহারা শুনিত না, আমার কথায় কর্ণপাত করিত না, ইহা সদাপ্রভু বলেন।" ৪ পদে, আমরা দেখি, "তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের সদৃশ হইও না, তাহাদিগকে পূর্বকালীন ভাববাদীগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিত।" পুরানো ভাববাদীরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের অনুতাপ করতে আহ্বান করছিলেন কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তোমাদের পূর্বপুরুষরা ভাববাদীদের উপেক্ষা করেছিলো এবং তাদের পাপ চালিয়ে গিয়েছিল। তারা যিরমিয়ের কাছে ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বাক্য চাইতে এসেছিল। তারা বলেছিল যে ঈশ্বর যা বলবেন তা তারা মেনে চলবে। কিন্তু যখন যিরমিয় তাদের ঈশ্বরের বাক্য দিলেন, তখন তারা মান্য করতে অস্বীকার করেছিল। তারা তাদের নিজস্ব মন স্থির করেছিল—যিরমিয় ৪২। তাদের পিতৃপুরুষরা যিহিষ্কেলের কথা শুনতে এসেছিলেন। কিন্তু তারা তাকে একজন মনোরঞ্জক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাদের কাছে ছিলেন একজন সঙ্গীতকারের মতো - তার কথা তাদের কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। আবার, তারা শুনেছিল কিন্তু তারা মান্য করেনি - যিহিষ্কেল ৩৩, পদ ৩১ থেকে ৩৩।

আপনি আর আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো হবো না। নিঃসন্দেহে আজ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপের জন্য কষ্ট পাচ্ছি। অন্তত আংশিকভাবে তাদের পাপের কারণেই আমরা পীড়িত এবং দুর্বল। ঈশ্বর তাদের পাপের জন্য দুঃখিত হয়েছিলেন, তাদের বিশ্বাসের বাহ্যিক ঘোষণা কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ লালসা। তাদের ভণ্ডামি ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করেছিল। তিনি তাদের অহংকার, লোভ, হিংসা, কলহ এবং অধার্মিকতা দেখেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে তারা তাদের সন্তানদের ঈশ্বরের পথে শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি লক্ষ করেছেন যে তারা সেই উদার পণ্ডিতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে যারা শাস্ত্রের পূর্ণ প্রেরণাকে অস্বীকার করেছে। তারা বুদ্ধিমান কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষদের ঈশ্বরতাত্ত্বিক কলেজগুলো দখল করতে এবং পরিচর্যার কাজের জন্য মানুষদের প্রশিক্ষণ দিতে দিল। কিন্তু তারা তাদেরকে বাইবেল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে এবং সম্পূর্ণ সুসমাচারকে অবমূল্যায়ন করতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। তাদের অনুকরণ করবেন না।

তোমার পিতৃপুরুষেরা আর নেই, ৫ পদ— "তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কোথায়? এবং ভাববাদিগণ কি নিত্যজীবী?" অতএব এখানে, ৫ পদে, ভাববাদী জিজ্ঞাসা করেন যে তাদের পূর্বপুরুষরা কোথায়? এই পিতৃপুরুষরা ভাববাদীদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করেছিল, এবং তাই তাদের উপর বিচার এসেছিল এবং তারা আর নেই। তাদের মধ্যে কিছুজনকে তরবারি গ্রাস করেছিল। জেরুশালেম অবরোধের সময় দুর্ভিক্ষ ও রোগে আরও অনেকের মৃত্যু হয়েছিল। যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পাপের বেতন মৃত্যু।

আমাদের পিতৃপুরুষেরাও মারা গেছেন। তারা পুলপিটে উদারপন্থাকে স্থান দিয়েছিলেন এবং মন্ডলীর আসনগুলিতে জাগতিকতা প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের বাক্যের উপর সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। পরিচারকদের সত্যের সমালোচনা করার, সৃষ্টিকে অস্বীকার করার এবং খ্রীষ্টের বিকল্প প্রায়শ্চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এবং তারপরও তারা পরিচারক হিসেবেই রয়ে গিয়েছিলো। শাস্ত্রে

উপাসনার নির্দেশ অনুসরণ করার পরিবর্তে— যা আরাধনার নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি, তারা আরাধনাকে এমন কিছুতে পরিবর্তন করে যা মানুষের কাছে আনন্দদায়ক। মন্ডলীগুলি ঈশ্বরের প্রতি সংবেদনশীল না হয়ে অনুসন্ধানকারীদের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিল। তারা চিন্তিত ছিলেন কেউ যেন অসন্তুষ্ট না হোক, কিন্তু তারা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন। আপনাদের পিতৃপুরুষেরা বিচারকের সাথে দেখা করতে এবং তাদের হিসাব দিতে গেছেন।

যে ভাববাদীরা তাদের সতর্ক করেছিলেন তারাও গেছেন। যে বিশ্বস্ত প্রচারকরা অবিশ্বাসের জোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা গেছেন। সেই ধার্মিক ব্যক্তিরা যারা মন্ডলী যে আত্মিক বিপদের মধ্যে ছিল সে সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, তারা এখন তাদের পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। তারা পাপের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন কিন্তু তাদের উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং অবজ্ঞা করা হয়েছিল। জীবন ছোট। একটি বিচার দিবস আসছে।

পদ ৬, ঈশ্বরের বাক্য থাকে যায়— "কিন্তু আমি আপন দাস ভাববাদিগণকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমার সেই সকল বাক্য ও বিধান কি তোমাদের পিতৃপুরুষদের নাগাল পায় নাই? তখন তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের আচার ও ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছেন।" সুতরাং ৬ পদ সবকিছু স্পষ্ট করে দেয়: "বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের আচার ও ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছেন।" ঈশ্বরের বাক্য সত্য এবং বারংবার তা প্রমাণিত হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্য স্থির থাকবে। শাস্ত্র ভঙ্গ করা যায় না। ইহুদিরা যিরমিয়কে ঘৃণা করত এবং তাকে উপহাস করত, কিন্তু এখন তাদের স্বীকার করতে হবে যে তিনি যা বলেছিলেন তা সত্য ছিল এবং বাস্তবায়িত হয়েছিল। তারা ভেবেছিল যে জেরুসালেম কখনও ধ্বংস হবে না। তারা নিশ্চিত ছিল যে ঈশ্বর কখনও তাঁর মন্দির পুড়তে দেবেন না। কিন্তু যিরমিয় এবং অন্যান্য ভাববাদীরা যেমন সতর্ক করেছিলেন ঠিক তেমনই ঘটেছিল।

ঈশ্বরের হুমকিগুলি ফাঁকা শব্দ নয়। তিনি যা বলেন তা আমাদের শুনতে হবে। ঈশ্বরের দিকে ফিরে যান। আপনার মূর্তিগুলি ফেলে দিন। তাঁর সামনে নিজেকে নম্র করুন। "হে পাপিগণ, হস্ত শুচি কর; হে দ্বিমনা লোক সকল, হৃদয় বিশুদ্ধ কর"—যাকোব ৪, ৮ পদ। প্রভুর কাছে ফিরে আসো, তিনিও তোমাদের কাছে ফিরবেন।

আজ আমি আপনাদের ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সতর্ক করছি। প্রাচীন যুগে যা ঘটেছিল তা স্মরণে রাখুন। একশো কুড়ি বছর ধরে, নোহ ছিল ধার্মিকতার প্রচারক, যে পাপীদের মন ফেরাতে আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু তার সময়ের মানুষরা তা শোনেনি। জাহাজটি তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তাতে প্রবেশ করতে রাজি হয়নি। তারা তাদের ঈশ্বরবিহীন জীবন চালিয়ে গিয়েছিলো। তারপর বন্যা এসে তাদের ধ্বংস করে দিল। জাহাজের দরজায় তখন কড়া নাড়ানোর জন্য অনেক দেরি হয়েগেছিলো। ঈশ্বর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আর কেউ তা খুলতে পারত না। যখন লোট তার জামাতাদের আসন্ন আগুন এবং গন্ধক সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, তখন তাদের কাছে তাকে উপহাসকারী বলে মনে হয়েছিল। সবকিছুই ঠাট্টা বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু পরের দিন সকালে আগুন এসে তাদের ধ্বংস করে দিল।

যীশুকে বলা হয়েছিল যে সিলোয়ামের মিনার আঠারো জনের উপর পড়েছিল এবং তাদের মৃত্যু হয়েছিল। তিনি জনগণকে সতর্ক করে বললেন, তোমরা কি মনে করো যাদের উপর মিনারটি ভেঙে পড়েছে তারা অন্যদের চেয়ে বেশি পাপী ছিল? না, তিনি বললেন, কিন্তু মন পরিবর্তন না করলে তোমরা সেরকমই বিনষ্ট হবে—লূক ১৩, ৫ পদ। আমরা যা কিছু দুর্ঘটনা এবং বিপর্যয় সাক্ষী হই না কেন, তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা বলে মনে করা উচিত—এটা তাঁর পক্ষ থেকে আসা শূন্যতা। এমন নয় যে যারা কষ্ট পেয়েছে তারা যারা কষ্ট পায়নি তাদের চেয়ে বেশি পাপী ছিল। বরং আমরা সকলেই কষ্ট পাওয়ার যোগ্য এবং যদি আমরা মন পরিবর্তন না করি তবে আমাদের আরও খারাপ কিছু ভোগ করতে হবে। আমরা অনন্তকাল ধরে নরকে কষ্ট ভোগ করব।

আজ কি আপনি কি উদ্ধার পেয়েছেন? যদি আপনি উদ্ধার পেয়েছেন, তাহলে আপনি সত্যিই নিরাপদ অবস্থানে আছেন। কিন্তু যদি আপনি উদ্ধারপ্রাপ্ত নন, তাহলে আপনি একটি বিপজ্জনক অবস্থানে আছেন। আপনার জন্য মন পরিবর্তন করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ! এই জগৎ ধ্বংসের দিকে। নরক বাস্তব। ঈশ্বরের সাথে শান্তি স্থাপন করুন। আপনার পাপ থেকে মন ফিরান এবং যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। আসন্ন ক্রোধ থেকে পালিয়ে যান এবং করুণার জন্য করুণার জন্য নিজেকে খ্রীষ্টের উপর ন্যস্ত করুন। সহ-খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা, আসুন আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পাপের জন্য অনুতপ্ত হই। আসুন আমরা ঈশ্বরের দিকে ফিরে যাই। তিনি আমাদের দিকে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমরা অনুতপ্ত হই, তাহলে আমরা তাঁর আশীর্বাদ উপভোগ করব। ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে আমাদের সাথে দরকার।

মন্ডলী হিসেবে আসুন আমরা শাস্ত্রের আলোতে আমাদের পথগুলি পরীক্ষা করি। আসুন আমরা প্রভুর কাছে ফিরে আসি। আসুন আমরা আমাদের পাপের থেকে মন পরিবর্তন করি । আসুন আমরা আমাদের মণ্ডলীতে পবিত্রতার উচ্চ মান বজায় রাখি। আসুন আমরা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বাক্য শিক্ষা দেই। আসুন আমরা মন্ডলীর যথাযথ শৃঙ্খলা অনুশীলন করি। ঈশ্বরের উপাসনা ঠিক সেইভাবে করি যেমন তিনি আমাদের জন্য শাস্ত্রে নির্দেশ করেছেন। আমরা পুনরারম্ভের জন্য আকুল। যদি আমরা মন পরিবর্তন করি, তাহলে প্রভু আমাদের কাছে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমেন।